আপনাদের এলাকায় সর্বাধুনিক গুণমান সমৃদ্ধ বস্ত্রের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
জায়েদা গারমেন্টস

১০হাজার টাকার উপর কেনাকাটায় বিশেষ উপহার
হেলান • হুগলি
মোবাইলঃ ৭৩৮৪৮৬৮৭৪৮

BANGLA EKHON
বাংলা এখন
সাপ্তাহিক পত্রিকা
Weekly
খোলা চোখে, খোলা মনে
প্রতি বৃহস্পতিবার
Regd. No WBBEN/25/A0269

হেলান লায়ন্স আই কেয়ার সেন্টার

মাজপুর • জোড়াপোল
ফোন : ৯২৪২৭৮৬৩৪৮

কথাঃ ৯৪৭৪৩৬০০৩৬ | ৯১২৩০৯৩৪৭৬ | ১ম বর্ষ ২৪ম সংখ্যা | বৃহস্পতিবার | ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ | ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৩টাকা

এস আই আর দুর্নীতি প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বিধায়ক

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: এস আই আর নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে তৃণমূল, এই অভিযোগে আরামবাগের দলীয় অফিস থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে স্পষ্টতই ক্ষোভ প্রকাশ করেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। তিনি বলেন, '২০০২ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের আড়াই হাজার বুথে কোনো মানুষ মারা যায়নি কেউ স্থানান্তরিত হয়নি, এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এস আই আর এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে। এটা কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। হুগলি জেলাতেও এরকম ৫৪টি বুথের কথা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু দার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা বিস্তারিত তথ্য দিয়েছি। আমরা জেনেছি, গত তিন দিনে দেড় কোটি মানুষের ফর্ম আপলোড করা হয়েছে। এখানেই আমরা ভূত দেখতে পাচ্ছি। পিকের আইপ্যাক টিমকে বসিয়ে রেখে সরকারি আধিকারিকদের ভীতি প্রদর্শন করে এইসব কাজ করানো হচ্ছে। আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমাদের বিএলএ-টু দের সতর্ক করছি, সাংগঠনিক জেলার সদস্যরাও মনিটরিং করবেন।

গ্রামীন এলাকায় ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের গ্রামীন এলাকায় এবার সরকার চালু করতে চায় ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান। এজন্য সরকারি নির্দেশ জারি হয়েছে। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরের বছর অর্থাৎ ২০১২ সালে এই প্রকল্প চালু করে চমকে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা দেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের মতো জনমুখী প্রকল্প দেখে। ওষুধে যে ৫০, ৬০, ৭০ শতাংশ বা তারও বেশি ছাড়

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

এস আই আরের মেয়াদ বৃদ্ধিতে জয় দেখছে তৃণমূল

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: নির্বাচন কমিশন এস আই আর এর সময়সীমা বাড়িয়ে দিল সাত দিন। এস আই আর প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে মামলা করা হয়েছিল সেখানে মূল অভিযোগ ছিল তার সময়সীমা নিয়েই। খুব শীঘ্রই সেইসব মামলার শুনানি হবে। তৃণমূল শিবির খুব স্পষ্ট করে বলেছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে দু'বছর সময়সীমার কাজকে দুই মাসের মধ্যে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও সময়সীমা বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছিল। এখন নির্বাচন কমিশন সময় বাড়ানোয় তাঁরা যে অপরিকল্পিতভাবে কাজ শুরু করেছিলেন রাজ্য সরকার সহ অন্যান্যদের এই বক্তব্যের উপরেই কার্যত সিলমোহর পড়ল।

নির্বাচন কমিশন নতুন নির্দেশে জানিয়েছে, এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়ার এবং আপলোড করার শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর করা হয়েছে।

খসড়া তালিকা ৯ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৭ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ১৪ ফেব্রুয়ারি করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে জানা গেছে, এই রাজ্যে এস আই আর এর সামগ্রিক নজরদারীর জন্য বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। গত শনিবার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করে তারা জানতে পেরেছেন, বহু ফর্ম এখনও ডিজিটালাইজড করা হয়নি।

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

আরামবাগ হাসপাতালে শিশু বদল কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক মৃত শিশুকে অন্য এক পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এই এলাকায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রোগী কল্যাণ সমিতির জনসংযোগ প্রতিনিধি আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগকেও অভিযুক্ত করেছেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ। তিনি বলেন, 'আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে সাংসদ মিতালী বাগ এই ঘটনার দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাকে এর জবাবদিহি করতে হবে মানুষের কাছে।' মিতালী বাগ এর কুশপুত্তলিকা দাহ করে পুরশুড়ায় বিক্ষোভ দেখান সেখানকার বিধায়ক বিমান ঘোষ। তিনি বলেন, 'সাংসদ হাসপাতালে আসেন কতো শূন্য পদ আছে, কত লোক নিয়োগ হলো, সেখান থেকে কত টাকা কাট মানি নেওয়া যায় এইসব দেখতে। প্রিন্সিপালের সঙ্গে এই চূড়ান্ত অব্যবস্থার পিছনে তাঁরও হাত আছে। আমরা তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি।' খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের বক্তব্য, 'রীতি অনুযায়ী আমাদের বিধায়ককে রোগী কল্যাণ সমিতির দায়িত্ব দিক তারপর আমরা বুঝে নেব।' বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত বেরা আরামবাগ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা আগামী দিনে যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন। আই এস এফ এর হুগলি জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন ঘটনাস্থলে এসে শিশু হারা পরিবারটির পাশে থাকবার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক শিশুর জন্ম দেন তারকেশ্বর বালিগোড়ির বাসিন্দা জেসমিনা বেগম। শিশুটি অসুস্থ হওয়ায় তাকে 'এস এন সি ইউ' বিভাগে ভর্তি করা হয়। পরের দিন শিশুটি মারা যায়। ওই বিভাগেই আরেকটি অসুস্থ শিশুকে ভর্তি করা হয়েছিল। বাইরের একটি নার্সিংহোমে সেই শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন ডোঙ্গলের বসন্ত বাটি এলাকার শাহানারা বেগম খন্দকার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভুল করে জেসমিনা বেগমের মৃত শিশুকে শাহানারা বেগমের পরিবারের হাতে তুলে দেন। তারা তাদের এলাকায় সেই শিশুকে নিয়ে গিয়ে কবরস্থ করেন। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি জানাজানি হতে শাহানারা বেগমের পরিবার তাদের জীবিত শিশুকে ফিরে পাওয়ার জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হন। দুই পক্ষই সঠিক ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে শিশুটির ডি এন এ পরীক্ষার দাবি জানান। পুলিশ কবর থেকে সেই মৃতদেহ তুলে এনে ময়নাতদন্তে পাঠায়। জেসমিনা বেগমের পরিবারের দাবি, ডিএনএ রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা বডি নিয়ে যাবেন না। কারণ পুরো ঘটনাই সন্দেহজনক মনে করছেন তাঁরা।

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

হুগলিতে ১২৬ টি রাস্তা নির্মাণ, বরাদ্দ ১০০ কোটি

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : শীঘ্রই বাংলা জুড়ে শুরু হবে ১৫ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক তৈরির কাজ। 'পথশ্রী' প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের কোষাগার থেকে সাত হাজার কোটিরও বেশি টাকা খরচ করে এই কাজ হবে। এর মধ্যে হুগলিতে ১২৬ টি রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। পঞ্চায়েত দপ্তরের তত্ত্বাবধানেই হবে কাজ। তবে এবার 'পথশ্রী ' প্রকল্পের কাজের গুণমান বজায় রাখতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে নবান্ন। সেই কারণে কাজে লাগানো হচ্ছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তি। জানা গিয়েছে, রাস্তা নির্মাণ চলাকালীন প্রতিটি স্তরের ছবি তুলে আপলোড করতে হবে নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে। সেই ছবি বিশ্লেষণ করেই কাজের গুণগত মান যাচাই করবে এআই। কোথাও নিম্নমানের সামগ্রী বা কাজে গাফিলতি ধরা পড়লেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিক- এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের জন্য টেন্ডার ডাকার কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়া শেষ হলেই ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হবে। তারপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তা নির্মাণের কাজ চালু করার কথা রয়েছে।

এদিকে হুগলিতে শতাধিক রাস্তা নির্মাণে ১০০ কোটি বরাদ্দ করেছে সরকার। এ জন্য কাজের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। হুগলি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত রাস্তার কাজ হবে বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি রাজ্য সরকার হুগলি জেলার জন্য ১২৬টি রাস্তা নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। মূলত, পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ দফায় এই রাস্তাগুলি হবে। জেলার প্রায় সবগুলি ব্লকেই একাধিক রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে টাকা। কোথাও পিচের রাস্তা, আবার কোথাও কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করা হবে। জানা গেছে প্রায় সিংহভাগ রাস্তার টেন্ডার করা হয়ে গিয়েছে।

হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিজন বেসরা বলেন, ৭০ কোটি টাকার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। ঠিকাদারদের কাজে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুণমান বজায় রেখে জেলার পরিবহণ ব্যবস্থাকে গতিময় করতেই এই উদ্যোগ।

হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, ২০১৯ সাল থেকে আমরা রাস্তার জন্য একটি প্রকল্প ব্যাংক

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

একদিকে সংস্কার, অপরদিকে কানা দ্বারকেশ্বর ভরাট হচ্ছে, হুঁশ নেই প্রশাসনের, ক্ষোভ মানুষের

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: আরামবাগে কানা দ্বারকেশ্বর নদের সংস্কারের কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। সে সময় এই নদের হিয়াৎপুরে জনতা ইটভাটা মাটি ফেলে ভরাট করছে। এই এলাকায় এই নদের অধিকাংশ ভরাট করে ইটভাটার কাজ হচ্ছে । যেটুকু বহুখেদাইল গ্রামে নদের খালটুকু অবশিষ্ট ছিল,সেটাও রাতারাতি ভরিয়ে ফেলছে। একদিকে শশ্মান, পাশেই কানা দ্বারকেশ্বর ভরাট হওয়ায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। প্রশাসন জেনেশুনেও নিশ্চুপ। মানুষের অভিযোগ, এই এলাকার কানা দ্বারকেশ্বর নদের যেটুকু চিহ্ন ছিল, সেটাও ভৌগোলিক ম্যাপ থেকে মুছে দিতে চাইছে। এই নদ ভরাটের ফলে বহুখেদাইল গ্রামের নন্দীপাড়া, খাঁ পাড়া, সাঁতরা পাড়া, মালিকপাড়া, ধাড়াপাড়া, আদকপাড়া ও গাঙ্গুলী পাড়া চরম সঙ্কটে পড়েছে। একদিকে ইটভাটার ভয়াবহ দূষণ, অপরদিকে বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে পাড়া গুলো ডুবে যায়। নাকাল হতে হয় কয়েকশো পরিবারকে।

এখানকার মানুষের অভিযোগ, অবিলম্বে প্রশাসন নদী ভরাট বন্ধ না করলে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানানো হবে। মানুষের দাবি, কী করে নদীর দুধারে পাকার দেওয়ার তুলে ভরাট করতে পারে ইটভাটার মালিক। এমনিতেই বহুখেদাইল গ্রামের দুটি শশ্মানের মধ্যে একটি জোরজবরদস্তি দখল করে ইট কাটছে ও

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

বন্দে মাতরম্

বাংলা এখন

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ : বৃহস্পতিবার : ৪ ডিসেম্বর ২০২৫

মহিলাদের আর্থিক অনুদান ও ভোটব্যাঙ্ক

বিহারের সাম্প্রতিক নির্বাচন ও তার ফলাফল রাজনৈতিক মহলে খুব স্পষ্ট কিছু বার্তা দিয়েছে তার অন্যতম হল, মহিলাদের মন পাওয়া এক অর্থে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ভোট ব্যাংকের অন্যতম চাবিকাঠি। দেশের বহু রাজ্যই এখন রাজকোষ উজার করে মহিলাদের প্রকল্পে টাকা ঢালছে মোক্ষ লাভের জন্য।

একই ছবি পশ্চিমবঙ্গেরও। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'শিক্ষার অবনতি, বেহাল রাস্তাঘাট ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, চাকরি সমস্যা, নিয়োগ দুর্নীতি যা কিছু ঘটুক বাড়িতে মেয়ে ও স্ত্রী পরিষ্কার বলে দিয়েছে, ভোট কিন্তু এই সরকারকেই দিতে হবে। তা না হলে বাড়িতে তুলকালাম হয়ে যাবে। কারণ তাদের জন্য এই সরকার যা ভেবেছে আর কেউ তা ভাববে না।' অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের চেয়ে এখন সরাসরি নগদ টাকা হাতে পেতেই বেশি আগ্রহ পরিবারগুলির। ফলে এখান থেকে পিছিয়ে আসতে পারছে না কোনো সরকার, স্বাভাবিকভাবেই সরকারের রাজস্বের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে এইসব জনমোহিনী প্রকল্পের খাতে।

অথচ আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই একটি আশ্চর্য ঘটনা আমাদেরকে চমকিত করে। আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়ার থানার পশ্চিমপাড়া এলাকায় একটি প্রাচীন ধর্ম মন্দির আছে। মন্দিরটির নির্মাণকাল ১১৭৬ বঙ্গাব্দ । এখানকার একজন জমিদার এটি বানিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, ১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ভয়ংকর একটা মন্বন্তর হয়েছিল। যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। দেশে যখন মন্বন্তর চলছে মানুষ খেতে পারছে না তখন একজন জমিদার একটি মন্দির বানাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল বিষয়টি আসলে এরকম। সহৃদয় জমিদার এলাকায় একটি লঙ্গরখানা খুলেছিলেন। সেখানে নিরন্ন মানুষকে একবেলা পেটপুরে খাওয়ানো হবে। এখানকার শ্রমজীবী মানুষ হাত জোড় করে জমিদারকে বললেন, 'আমাদের কাজ নেই, রোজকার নেই তাই আমরা খেতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা ভিখারি নই। আমরা ভিক্ষান্ন গ্রহণ করব না। আমাদের কাজ দিন তার বিনিময়ে আমরা খাব।' জমিদার বললেন, 'কি আর কাজ দেওয়া যাবে তোমাদের পছন্দমত কিছু একটা করো।' তাদের কায়িক শ্রমে এই মন্দির নির্মিত হল। সেটাই বোধহয় এই এলাকার প্রথম ফুড ফর ওয়ার্ক। সেই আত্মসম্মান বা মূল্যবোধ আজ বোধহয় হারিয়ে গেছে। এখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো তীব্র মারন ক্ষুধা মানুষের নেই। তার সত্বেও টাকার বিনিময়ে তারা তাদের স্বাধীনতা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার অনায়াসে বিক্রি করে দিচ্ছে।

সম্প্রতি বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে নীতিশ কুমার 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজকার যোজনা' চালু করে প্রায় দেড় কোটি মহিলার ব্যাংক একাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিনা শর্তে। বেশ কিছু আগে থেকেই এই কৌশল শুরু হয়েছে। কে যে কাকে পথ দেখাচ্ছে বোঝা মুশকিল। বিজেপি শাসিত আসাম, ছত্তিশগঢ়, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, ওড়িশা হরিয়ানা, কংগ্রেস শাসিত হিমাচল কর্ণাটক, এদিকে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলি কেউই পিছিয়ে নেই। সব মিলিয়ে ১২ কোটিরও বেশি মহিলা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সরকারের আর্থিক অনুদানের সুবিধা পান।

পশ্চিমবঙ্গ বর্তমান অর্থ বর্ষে শুধু লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য ২৬,৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা তার রাজস্ব খরচের ৮.৯ শতাংশ।

পি আর এল লেজিসলেটিভ রিপোর্ট জানাচ্ছে, মহিলা প্রকল্পে টাকা দেওয়ার এই প্রতিযোগিতা এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এর কারণে বারোটি রাজ্যের মধ্যে ছ'টি রাজ্য আর্থিক ঘাটতির মধ্যে পড়েছে। বিহারের কথাই ধরা যাক। দুই কোটি মহিলাকে দশ হাজার টাকা করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে তারা। ফলে সেখানে কুড়ি হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে এই প্রকল্পে। এমনিতেই ওই রাজ্যের জিডিপির তুলনায় তাদের ঋণের পরিমাণ ৪০ শতাংশ। বিপুল পরিমাণ ঘাটতি দেখা দেবে তাদের রাজকোষে।

বিহারকে অনুসরণ করেই আগামী দিনে অন্যান্য রাজ্যগুলি তাদের ইলেকশন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করবে এটাই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গ গত বছরেই মহিলা অনুদান প্রকল্পে বাজেট বাড়িয়েছিল ৩১ শতাংশ। এবার তারা আরো কিছু বাড়ানোর কথা ভাবতে পারেন।

বিষয়টিকে দুই ভাবে ভাবা হচ্ছে। যারা এর পক্ষপাতী তারা বলছেন, এর মূল লক্ষ্য নারী জাতির ক্ষমতায়ন। একটা বিষয় তো নিশ্চিত যে, একটা জাতি কতটা উন্নত তার প্রধানতম মাপকাঠি হচ্ছে সেই জাতি নারীদের কতটা সম্মান দেয়। সেখানে নারী সমাজ কতটা গুরুত্ব পায়। যে উদ্যোগ আমাদের দেশে প্রথম নিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। নবজাগরণ প্রসঙ্গে তিনি প্রথমে চেয়েছিলেন নারী সমাজের উন্নয়ন। নারীদের শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক সম্মান, কুসংস্কারের বন্ধন থেকে তাদের মুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি অনুভব করেছিলেন নারী সমাজকে পিছিয়ে রেখে একটা জাতি কখনো এগিয়ে যেতে পারে না। ফলে আজকের এই উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। অপরপক্ষের বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য, সস্তা রাজনীতি করা হচ্ছে । বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে নারীদের সম্মান, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে ততটা ভাবা হচ্ছে না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তার প্রমাণ। নগদ টাকা হাতে তুলে দিয়ে এক ধরনের প্রতারণা করা হচ্ছে, নির্বাচন ব্যবস্থার অবনমন করানো হচ্ছে। যা একটা সুস্থ রাষ্ট্রের পক্ষে কাম্য নয়।

বাণীকথা

"কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি। তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি। দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা; তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।"

—রাজা রামমোহন রায়

বাংলা এখন

খোলা মনে, খোলা চোখে

* লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ banglaekhon25@gmail.com

মোবাইলে টাইপ করে লেখা পাঠাবেন

** শ্রেণিবদ্ধ এবং ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন পাঠানোর ঠিকানা ও যোগাযোগ

Mobile : 9609625987

চিফ রিপোর্টারঃ মোহন গঙ্গোপাধ্যায় | Mobile : 9123093476

সম্পাদকঃ দেবাশিস শেঠ | Mobile : 9474360036

পত্রিকা অফিসঃ হেলান, হুগলি

জয় হিন্দ : এক শ্লোগানের জন্ম, এক জাতির স্মৃতি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক

অদ্ভুত বিরোধাভাসের সময় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। স্বাধীনতার অগ্নিশিখা বুকে নিয়ে যে স্লোগান জন্মেছিল, আজ সেই "জয় হিন্দ"কেই সংসদের উর্ধ্বকক্ষে উচ্চারণে নিষেধাজ্ঞার সংবাদ পেয়ে আমরা বিস্মিত। ইতিহাসের কাছে এটি নিছক একটি রাজনৈতিক ঘটনার চেয়েও বেশি; এটি স্মৃতিকে আড়াল করার এক নীরব প্রচেষ্টা, যেন মহান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্বপ্নমন্ত্রটিকে দৈনন্দিন প্রয়োগ থেকে সরিয়ে দিয়ে তাকে কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতায় আবদ্ধ করে রাখা যায়। এই বর্তমান ঘটনার অভিঘাত থেকেই যেন আবার ফিরে তাকানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়—"জয় হিন্দ" আসলে কীভাবে জন্ম নিয়েছিল, কেন এই দুটি শব্দ একদিন ছিল স্বাধীনতার লড়াইয়ের হৃদস্পন্দন, আর কীভাবে তা হয়ে উঠেছিল ভারতের সামষ্টিক পরিচয়ের সর্বজনীন আহ্বান।

সেই ১৯৪১ সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির অন্ধকারে ইউরোপের আকাশ ভারী। জার্মানির মাটিতে প্রকৌশলবিদ্যা পড়তে গিয়ে এক তরুণ ভারতীয়, আবিদ হাসান, প্রত্যক্ষ করছিলেন এক ভিন্ন ধরনের মুক্তিযুদ্ধ—ইউরোপের নয়, ভারতবর্ষের। সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, যাঁর মন তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী বড় কৌশল গঠনে সম্পূর্ণ নিমগ্ন। আজাদ হিন্দ ফৌজ তখনো জন্ম নেয়নি, কিন্তু তার বীজ রোপিত হচ্ছিল সেই সময়েই—নেতাজীর চিন্তায়, আলোচনায়, পরিকল্পনায়। হাসান ছিলেন তাঁর সচিব, দোভাষী, ছায়ার মতো সঙ্গী। লড়াইয়ের যে রূপরেখাটি তারা আঁকছিলেন, তার জন্য দরকার ছিল এমন এক আহ্বান—যা ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল বা রীতির উর্ধ্বে গিয়ে সমস্ত ভারতীয়কে এক ডাকে জাগিয়ে তুলবে।

তখনকার ভারতের সামরিক রেজিমেন্টগুলির টুকরো-টুকরো চিত্রটি তাদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছিল। শিখ রেজিমেন্ট "সত্ শ্রী অকাল" বলে দাবি জানায় পরিচয়; রাজপুতানা রেজিমেন্টের কণ্ঠে "জয় রামজি কি"; মুসলিম রেজিমেন্টের মুখে "সালাম আলাইকুম"—যেন প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদা দ্বীপ, একে অন্যের সঙ্গে পরস্পর সংযুক্ত নয়। সুভাষচন্দ্র বসু ও আবিদ হাসান বুঝেছিলেন, স্বাধীনতার সংগ্রামের মূল শক্তিই তো ঐক্য। সেখানে যদি আহ্বানের মুহূর্তেই বিভাজনের রেখা ফুটে ওঠে, তবে মনস্তত্ত্বের যুদ্ধ হারতে হয় প্রথমেই। "ভারতমাতা কি জয়" তখনও ছিল জনপ্রিয়, কিন্তু তা ধর্মীয় প্রতীকের সমান্তরাল বোঝা টানত, যা আখেরে সমস্ত রেজিমেন্টকে একসূত্রে বাঁধতে পারছিল না। তাই প্রয়োজন ছিল আরও নিরপেক্ষ, আরও সার্বজনীন, আরও মানবিক কোনো আহ্বানের।

কথিত আছে, একদিন হাসান রাজপুতানার দুই ক্যাডেটের মুখে "জয় রামজি কি" শুনে বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—এত বড় দেশের জন্য কি এমন কোনো শব্দ নেই, যা সকলকে ধারণ করতে পারে? সেই ভাবনা থেকেই "জয় হিন্দুস্তান কি"— তারপর আরও সংক্ষেপে, আরও তীক্ষ্ণ, আরও হৃদয়-ধ্বনিময়— "জয় হিন্দ।" মাত্র দুটি শব্দ, কিন্তু তা যেন পুরো ভারতবর্ষের বহুবর্ণ পরিচয়কে একসূত্রে বাঁধার জাদুমন্ত্র। ভাষা হিন্দি নয়, উর্দু নয়, বাংলা নয়—বরং একটি মনস্তাত্ত্বিক ভূমির নাম: হিন্দ। যে হিন্দ ভারতের প্রতীক, জনমানসের প্রতীক, সম্মিলিত আত্মমর্যাদার প্রতীক।

এই স্লোগানটি যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবিরে প্রথম প্রতিধ্বনিত হয়, তখন তার তীব্রতা ছিল বিস্ময়কর। প্রতিটি সৈনিক যেন অনুভব করছিলেন, এই শব্দ দুটি শুধু যুদ্ধের ডাক নয়, এটি ইতিহাসের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া শতাব্দীর দাসত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অস্ত্র। নেতাজী নিজে এর শক্তি উপলব্ধি করেছিলেন— তাঁর ভাষণে, তাঁর মিছিলের ডাক, তাঁর সংগঠনে "জয় হিন্দ" হয়ে ওঠে স্বাধীনতার সবচেয়ে সার্বজনীন দেশাত্মবোধ। শুধু ফৌজের মধ্যে নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় অভিবাসী সমাজ, ইউরোপের রাজনৈতিক সমর্থকগোষ্ঠী, এমনকি শত্রুপক্ষও জানত যে "জয় হিন্দ" মানেই নেতাজীর প্রতিরোধচেতনা, একতাবদ্ধ ভারতের অভ্যুত্থান।

স্বাধীনতার পর হাসান ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন। তিনি নিজের নামের পাশে যোগ করেন 'সাফরানি'—ভারতের জাতীয় পতাকার গেরুয়া রঙ থেকে নেওয়া প্রতীক। স্বাধীন ভারতের দূতাবাসে, প্রশাসনে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে যখন তিনি "জয় হিন্দ" ব্যবহার করতেন, তা একদিকে নেতাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে ভারতের নবজন্মের প্রতীক হয়ে উঠত। এমনকি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও বহু ভাষণে "জয় হিন্দ" ব্যবহার করেছিলেন, যা তার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার পরিচয় বহন করে। আস্তে আস্তে "জয় হিন্দ" হয়ে ওঠে সরকারি ব্যবহারের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সমাপ্তি-শব্দ, একটি জাতীয় শুভেচ্ছা, এক ধরনের নৈতিক অবস্থান।

দুটি শব্দের এই ইতিহাস তাই কেবল স্লোগানের ইতিহাস নয়—এটি ভারতের বহুত্বের ইতিহাস, ভারতীয় সমন্বয়ের ইতিহাস। আজ যখন স্লোগানটি উচ্চারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের খবর আসে, তখন সেই বিতর্কের রাজনৈতিক দিকের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে স্মৃতির প্রশ্ন— আমরা কি ভুলে যাচ্ছি সেই আবেগ, সেই সাংস্কৃতিক সম্মতি, যে আবেগ ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫-এর রণক্লান্ত বছরগুলিতে এক জাতিকে নতুন পরিচয় দিয়েছিল?

"জয় হিন্দ" কখনোই কেবল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের শব্দ ছিল না—এটি ছিল জনগণের স্লোগান। সুভাষচন্দ্র বসুর কণ্ঠে, আবিদ হাসানের হৃদয়ে, আজাদ হিন্দ ফৌজের হাজারো সৈনিকের দৃঢ় প্রেরণায় এটি হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার চেতনার শিল্পিত ভাষা। তাই আজও যখন কেউ এই শব্দ উচ্চারণ করে, তখন যেন সেই ইতিহাসের গন্ধ ভেসে আসে— একটি অসমাপ্ত স্বপ্নের গন্ধ, যে স্বপ্ন স্বাধীনতাকে মানবিকতার সঙ্গে যুক্ত করে।

এই কারণেই "জয় হিন্দ" কেবল একটি শব্দ নয়—এটি ভারতীয় চেতনার সামগ্রিক স্মৃতি। সময়ের স্রোতে হয়তো অনেক কিছু বদলেছে, কিন্তু এই দুটি শব্দ এখনো একই শক্তিতে ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জয় হিন্দ।

তথ্যসূত্র:

1. Abid Hasan Safrani, Memoirs and Papers, New Delhi Archives (Unpublished Notes).
2. Sugata Bose, His Majesty's Opponent: Subhas Chandra Bose and India's Struggle Against Empire (Harvard University Press, 2011).
3. Romain Hayes, Subhas Chandra Bose in Nazi Germany (Random House, 2011).
4. Leonard A. Gordon, Brothers Against the Raj (Columbia University Press, 1990).
5. National Archives of India, Azad Hind Government Records (Correspondence, Military Notes, 1941–45).

জনতার দরবার

ওষুধের দামে দূর্নীতি প্রশাসনের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন

আজ হসপিটাল মোড় সংলগ্ন একটি ঔষধ দোকানে উত্তেজনা ছড়ায়। দোকানদার এবং ক্রেতার মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। হসপিটাল মোড় সংলগ্ন বহু দোকানে ২০% আবার কোথাও ২৫% ছাড় দিয়ে ঔষধ বিক্রি হচ্ছে। দোকানের বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে সমস্ত ঔষধে ২০% ছাড় দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ক্রেতা ঔষধ কিনতে গেলে কিছু ঔষধে ২০% ছাড় দিলেও, বেশ কিছু ঔষধে ১২% বা ১০% ছাড় দেয়। ক্রেতা বলে, কেন সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছেন সমস্ত ঔষধে ২০% ছাড়? কেন লেখেননি বিশেষ বিশেষ ঔষধে ২০% ছাড় দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে জনৈক দোকানের মালিক বলেন এটা খদ্দের টানার কৌশল। এনিয়ে ক্রেতা বলেন তিনি কনজ্যুমার ফোরাম এর শরনাপন্ন হবেন। ঔষধের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে খদ্দের টানার এরূপ কৌশল তিনি মেনে নিতে পারবেন না। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। তিনি ব্যবসায়ী সমিতি এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিবৃতি দিয়েছেন।

সমুজ্জ্বল সামন্ত
মদনপুর, হুগলি

চাষিরা নাড়া পোড়াতে বাধ্য হয়

নাড়া পোড়ানো নিয়ে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ব্যাপক প্রচার চলছে, চাষিরা নাড়া পোড়াচ্ছে খুব পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তাই তো? আপনি হয়তো জানেন না চাষিরা ইচ্ছে করে এই নাড়া পোড়ায় না। তারা পোড়াতে বাধ্য হয়।এই নাড়া সংরক্ষণ করতে গেলে ঐ চাষের খরচ আরো বেড়ে যাবে। একদিকে কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা এবং পরবর্তী ফসল আলু বসানোর তাগিদ। এমত অবস্থায় চাষিদের দিশাহারা অবস্থা। এই সময় নাড়া সংরক্ষণ করতে গেলে পরবর্তী চাষ দেরি হয়ে যাবে। সরকার নাড়া পোড়ানোর নিষেধের বার্তা দিয়েই খালাস। কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। যে সব জমিতে ধানের পর কোনো ফসল হয় না সেই সব জমির নাড়া চাষিরা পোড়ায় না। সেগুলি বৃষ্টির জলে পচে পরবর্তী ফসলের জৈব সার তৈরি হয়। পরিবেশ দূষণ নিয়ে সস্তায় বাহবা পাওয়া যায় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। এটা মনে করবেন না চাষিদের এই নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। আপনাদের কাছে কি কোনো পরিসংখ্যান আছে যে নাড়া পোড়ানোর জন্য এই পরিমান প্রদুষন হচ্ছে। এই নাড়া পোড়ানো একটা জাতীয় ক্ষতি। এই নাড়া গরু ও ছাগলের খাদ্য। এইগুলি সংরক্ষণ করে পশুখামারে সরবরাহ করলে চাষির কিছু মুনাফা হতে পারতো। কিংবা ঐ নাড়া ছোট ছোট করে কেটে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারলে কিছুটা জৈব সার তৈরি হতো এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমত। এতে মাটির রুক্ষতা কমত এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়তো।সেই ধরনের কোনো প্রযুক্তি আজও কেন তৈরি হলো না। চাষিদের সজাগ করতে হবে না, তারা সর্বদা সজাগ আছে। শুধু দরকার একটু সরকারি উদ্যোগের।সেই দিকে কারোর ভ্রুক্ষেপ নেই। শুধু সস্তায় প্রচার।

ডাঃ সুশান্ত কর্মকার
মইখন্ড, হুগলি

আরামবাগ ও খানাকুলে নতুন ব্রিজের কাজ শীঘ্রই শুরু

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: আরামবাগ ও খানাকুলে যে তিনটি নতুন ব্রিজের সরকারি অনুমোদন পেয়েছে, তার মধ্যে দুটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের টেন্ডারের কাজ শুরু।

প্রসঙ্গত, দ্বারকেশ্বর নদের উপর ধোবাঘাটে কংক্রিটের সেতু বসে যায়। সেখানে লোহার সেতু তৈরি হবে বলে সেচদপ্তর আশ্বাস দিয়েছে। অন্যদিকে, আরামবাগের জয়সিংচকে কাটা খালের উপর ও খানাকুলের পোল এলাকায় পৃথক একটি পাকা সেতুর অনুমোদন মিলেছে। এই ব্যাপারে সেচদপ্তরের হুগলি জেলার এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবেন্দ্র সিংহ বলেন, পোল ও জয়সিংচক এলাকার সেতু দু'টির টেন্ডার হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরুর বরাত দেওয়া হবে। অন্যদিকে, ঠাকুরানিচকের ধোবাঘাটের সেতু টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যেই কাজ শেষ করে সেতু চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় মানুষের সেতুগুলির দাবি দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। অবশেষে সেতুগুলি তৈরির সরকারি সবুজ সংকেত মেলার পরই এলাকায় খুশির হাওয়া। ফলে আরামবাগ ও খানাকুলের বাসিন্দাদের যাতায়াতে ব্যাপক সুবিধা হবে। সেচদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, খানাকুল ১ ব্লকের পোল এলাকায় অরোরা খালের উপর সেতুটি নির্মাণে এক কোটি ৭০ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার খরচ ধরা হয়েছে। আরামবাগের মাধবপুর ও আরান্ডি পঞ্চায়েতের কাটা খালের উপর সেতু নির্মাণে দুই কোটি ২৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়া খানাকুলের ঠাকুরানিচকে ধোবাঘাটের সেতু তৈরিতে ১১ কোটি ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার অনুমোদন মিলতে চলেছে।

স্নাতকস্তরে ছাত্রছাত্রীদের স্বনির্ভর করতে একাধিক উদ্যোগ

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের কলেজগুলোতে স্নাতকস্তরে ছাত্রছাত্রীদের স্বনির্ভর করতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্নাতকস্তরে পুঁথিগত পড়াশোনার পাশাপাশি হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য ইন্টার্নশিপও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। তারই অংশ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কলেজগুলি। সম্প্রতি বিবেকানন্দ কলেজ আয়োজিত হ্যান্ডিক্র্যাফট ফেয়ারে নিকটবর্তী একাধিক কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের তৈরি নানা পণ্য বিক্রি করলেন। নিউ আলিপুর কলেজে কেমিস্ট্রি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা স্টল সাজিয়েছিলেন তাঁদের তৈরি নানা রাসায়নিক পণ্য দিয়ে। ফিনাইল, টয়লেট ক্লিনার এবং অন্যান্য জীবাণুনাশকের পাশাপাশি সুগন্ধি দ্রব্যও ছিল। এই কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ ষড়ঙ্গী বলেন, ভালোই বিক্রি হয়েছে। খুবই উৎসাহিত হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ ভাস্কর মহানায়ক বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল সত্ত্বা জাগিয়ে তুলতে হ্যান্ডিক্র্যাফট ফেয়ারের পাশাপাশি আর্ট এগজিবিশনও হয়েছে। এছাড়াও অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ১১ জন ছাত্রছাত্রী এসে লাইভ পেইন্টিং করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সভাপতি, প্রখ্যাত নাট্যকার দেবশঙ্কর হালদার এসে কলেজে একটি নাট্য কর্মশালাও করেছেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে।

➤ ১ম পাতার পর

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

দেওয়া সম্ভব এবং তা দিলে গরিব, মধ্যবিত্ত, এমনকি বিত্তবানদেরও যে কতটা সুরাহা হতে পারে-প্রমাণ করে দিয়েছিলেন মমতা। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে ১৩ বছরের পুরোনো সেই প্রকল্পকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ইতিমধ্যে গ্রামে, বাড়ির কাছে বা দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু হয়েছে সদ্য। সেই প্রকল্পের মতোই এবার গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানও। ২৪ নভেম্বর এক নির্দেশনামা জারি করে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। দপ্তর সূত্রে খবর, এবার রাজ্যের সবকটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বিপিএইচসি) এবং গ্রামীণ ভাসপাতালে (আরএইচ) হবে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান বা ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ। বর্তমানে মেডিকেল কলেজ, জেলা, মহকুমা এবং স্টেট জেনারেল হাসপাতাল মিলিয়ে সবশুদ্ধ ১১৭টি সরকারি হাসপাতালে রয়েছে ফেয়ার প্রাইস শপ। এদিকে, রাজ্যে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা ৩৪৫। সবগুলিতেই সরকারি- বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে এই ধরনের ওষুধের দোকান চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য। তার জন্য টেন্ডার ডাকতে বলা হয়েছে স্থানীয় জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনকে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে বিপিএইচসি বা গ্রামীণ হাসপাতালগুলির প্রতিটিকে কমপক্ষে ১১০ বর্গফুটের ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। মার্চ- এপ্রিলের মধ্যে এই ওষুষের দোকানগুলি চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

➤ ১ম পাতার পর

জয় দেখছে তৃণমূল

এগুলি ডিজিটালাইজড করার পরই পর্যবেক্ষকরা মৃত, অনুপস্থিত, ঠিকানা বদল ইত্যাদি তথ্যগুলি যাচাই করতে পারবেন এবং তার ভুল ত্রুটি ধরতে পারবেন। যাতে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রকাশ করা যায় সেই কারণেই নির্বাচন কমিশন আরো কিছু সময় বাড়িয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেলার কথা বলা হয়েছে। তা হল বুথের পুনর্বিন্যাস। এর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে। আগে একটি বুথে সর্বাধিক দেড় হাজার ভোটার থাকতেন। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, সর্বাধিক ১২০০ ভোটার থাকবেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এইভাবে বুথের পুনর্বিন্যাস করলে বুথের সংখ্যা এই রাজ্যে ১৫ হাজার মত বেড়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, স্বীকার করা হল সময়সীমা ঠিক ছিল না। যে প্রক্রিয়া আগে প্রায় দু'বছর করা হয়েছিল সেটা এখন এক দু'মাসে কিভাবে হবে? এস আই আর দ্রুত করলে মানুষ আতঙ্কিত হবেন, প্রক্রিয়াটিও সফল হবে না। পরিকাঠামোহীন এস আই আরের প্রক্রিয়ার জন্য ৪০ জনের মৃত্যুর দায় কে নেবেন?' একই সুরে গলা মিলিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিমের বক্তব্য, 'কমিশন প্রস্তুত ছিল না এতগুলো প্রান গেল চাঞ্চল্য তৈরি হলো ক্ষতিপূরণ কে দেবে?' প্রদেশ কংগ্রেসের প্রসেনজিৎ বসু বলেছেন, 'আমরা এনুম্যারেশন পর্বের সময়সীমা ৩০ দিন বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলাম কমিশনের কাছে। এখন যে সময়সীমা বাড়ানো হলো তা যথেষ্ট না হলেও আশা করি বি এল ও এবং সাধারণ ভোটাররা খানিকটা স্বস্তি পাবেন।'

ইতিমধ্যে এস আই আর প্রক্রিয়ার চাপে বি এল ও দের অসুস্থ হয়ে পড়া ও আত্মহত্যার ঘটনার খবর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আবার উল্টো চিত্রও দেখা যাচ্ছে। হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা থেকে একাধিক খবর এসেছে নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাজ শেষ করায় পুরস্কৃত হচ্ছেন বেশ কয়েকজন বি এল ও। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এর সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে। নিঃসন্দেহে আশা জাগাচ্ছে সাধারণ মানুষের মনে। এখন প্রথম খসড়া তালিকা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে সারা রাজ্যবাসী। সবাই চান, একটা নির্ভুল বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা।

সুগার সহ শতাধিক ওষুধে ত্রুটি-বিচ্যুতি

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : সুগার সহ শতাধিক ওষুধে ত্রুটি - বিচ্যুতি ধরা পড়ল। এমনকি নির্দিষ্ট গ্রুপের সুগারের ওষুধেও গোঁজামিল। হতবাক ড্রাগ কন্ট্রোল। গ্লিমেপেরাইডের মতো বহুল ব্যবহৃত গ্রুপের সুগারের ওষুধও বের হল নিম্নমানের। সবমিলিয়ে ২০৫টি ওষুধের মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি পেয়েছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। এর মধ্যে গ্লিমেপেরাইডের মতো বহুল বিক্রি হওয়া সুগারের ওষুধের বিভিন্ন ব্যাচ নিম্নমানের বেরিয়েছে। ড্রাগ কন্ট্রোল জানিয়েছে, এই ২০৫ ধরনের ওষুধের মধ্যে অন্তত ৫২ ধরনের ওষুধ বেরিয়েছে নিম্নমানের। তালিকায় প্রেশার, গ্যাস-অম্বল, বমি, জনপ্রিয় অ্যান্টিবায়োটিক-- কী নেই। এছাড়া অ্যামক্সিসিলিন, প্যারাসিটামল, ভিটামিন বি ৩ সহ ১৪৮ ধরনের ওষুধে সমস্যা পাওয়ায় সেগুলিকে বাজার থেকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, নিম্নমানের ওষুধের মধ্যে পাঁচ ধরনের ওষুধে পুরোপুরি ভেজাল পেয়েছে ড্রাগ কন্ট্রোল।

টোটো নথিভুক্তির সময়সীমা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ ডিসেম্বর

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যজুড়ে টোটো নথিভুক্তির সময়সীমা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৩১ ডিসেম্বর । এই বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। পরিবহন দপ্তর সূত্রে খবর ৩০ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হল সময়সীমা। তাছাড়া বেআইনি টোটোর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে। বেআইনি - গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধেও এফআইআর ও কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এদিকে, টোটো রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা শুধুমাত্র বাংলার স্থায়ী বাসিন্দদের জন্যই থাকুক দাবি তুলেছে বাংলা পক্ষ। এই সংগঠনের তরফে পরিবহণ দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

➤ ১ম পাতার পর

মানুষের

রাখছে। বারবার বলা সত্ত্বেও মালিক কর্ণপাত করেনি। এমনকি চাষের জমি থেকে মাটি কাটা হচ্ছে। দিনের দিন নদী যেমন বেদখল হচ্ছে, সেইসঙ্গে এলাকার মানুষের শবদাহ করার জায়গাটাও থাকছে না। চরম ক্ষোভে ফেটে পড়েছে এলাকার মানুষ। আরামবাগ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক কিংশুক মিত্র জানান, বিষয়টা জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখব এবং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে বলছি বিষয়টি দেখার জন্য। জনতা ইটভাটার পক্ষ থেকে শুভংকর দে পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেন।

➤ ১ম পাতার পর

১০০কোটি

তৈরি করে রেখেছি। সেই ব্যাংকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রকল্প যুক্ত করা হচ্ছে। মূলত, সমস্ত কাজের প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করা থাকে। তাতে সরকারি সিলমোহর পড়লেই আমরা কাজে নেমে পড়তে পারি। নতুন রাস্তাগুলি হলে হুগলি জেলার যাতায়াত ব্যবস্থা নতুন মাত্রা পাবে। গত কয়েক বছর ধরেই হুগলি জেলা পরিষদ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পর্যটন শিল্পের বিকাশকে পাখির চোখ করে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। সেই পরিকল্পনাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে রাজ্য সরকারের নেওয়া রাস্তাশ্রী-পথশ্রী প্রকল্প।

➤ ১ম পাতার পর

উত্তেজনা

আরামবাগ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন, 'শিশু বদলের ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' পাশাপাশি পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে।

আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগের বক্তব্য, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।' তিনি আরো বলেন, 'যদি এই শিশুবদলের ঘটনার সঙ্গে আমার জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারে তাহলে আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলে যাব। কিন্তু যদি তা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে বিজেপি নেতারা ফাঁসি কাঠে ঝোলার জন্য প্রস্তুত আছেন তো?'

ছক এখন -২৪

কুনাল চৌধুরি
বেহালা, কলকাতা ৬০

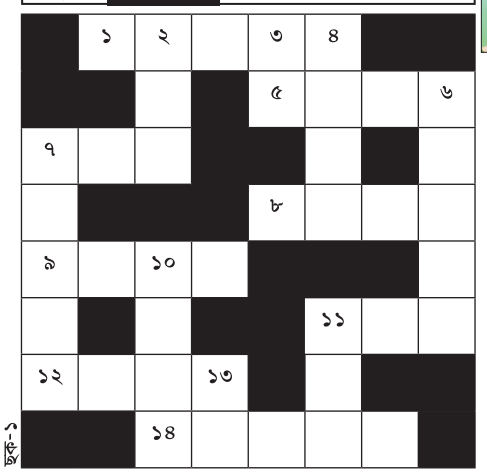

উপরনীচ:

২) শক্তিবর্ধক ওষুধে দেব চিত্র!
৩) অতীতের মুখার্জি নটী।
৪) সাতসকাল।
৬) ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র।
৭) প্রফুল্ল মন।
১০) কারেন্ট না থাকলেও এ আপনাকে হাওয়া দেবে!
১১) ছোটো ছেলে বা ব্রাহ্মণ বালক।

পাশাপাশি:

১) মূল ছবির পিছনের বা দূরের দৃশ্য।
৫) "স্যাকরার ____ কামারের এক ঘা"।
৭) সর্বাঙ্গ আবৃত করে এমন বস্ত্র বিশেষ।
৮) যে পশুপাখির ডাক নকল করতে পারে।
৯) কণ্ঠহারবিশেষ, প্রথমার্ধে পাঁচফোড়নের একটি।
১১) বাংলার ঋতুতে খুঁজে পাওয়া এক অভিনেতা।
১২) 'অবাক ___', সুকুমার রায়ের বিখ্যাত হাসির নাটক।
১৪) বর্জন।
১৩) কন্ট্রাক্টর ক্রিকেটার, শ্রেণিবদ্ধ সমার্থক।

সমাধান : ছক এখন-২৩

■	বি	জ	লী	বা	তি	■	■
■	■	ল্ল	■	লা	র	কা	না
জু	লু	ক	■	■	স্কা	■	গ
ল	■	■	■	ব	র	বা	দ
জি	রা	কা	ঠি	■	■	■	ন্তি
কা	■	র	■	■	জ	লৌ	কা
ল	তা	কু	ঞ্জ	■	টা	■	■
■	■	ন	খ	রা	য়ু	ধ	■

নাড়া পোড়ানোর বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রচারে প্রাক্তন শিক্ষক

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: এমনিতেই বাতাসে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে তার উপর ধানের অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ নাড়া পোড়ানোর ক্ষেত্রে যেন উৎসবে মেতে উঠেছে চাষিরা। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নির্বিচারে চলছে নাড়া পোড়ানো। পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পথে নেমেছেন পরিবেশপ্রেমী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শৈলধর আচার্য। একেবারে শীতের সকালে খানাকুল থানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এই বার্তা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন সমাজ সচেতন বহু মানুষজন। আবার নাড়া পোড়ানোর যুক্তি হিসেবে চাষীদের কিছু বাস্তব সমস্যার কথাও তুলে ধরছেন কেউ কেউ। হারভেস্টার মেশিনে ধান কাটা, খড় নষ্ট হয়ে যাওয়া, ফসলের অবশিষ্ট অংশ প্রসেসিং করার মত সরকারি পরিকাঠামো না থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সরব হয়েছেন অনেকে।

শৈলধর আচার্যের বক্তব্য, 'আমাদের পরিবেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই নিতে হবে। অনেকেই এগিয়ে আসছেন। ঠান্ডায় গলা বসে যাওয়ায় খানাকুল বিডিও অফিস থেকে আমাকে একটি প্রচার যন্ত্র দিয়েছেন। সেখানে আমার কণ্ঠস্বর রেকর্ডিং করা রয়েছে। নিজে সরাসরি বলার ফাঁকে ফাঁকে সেটিও চালাচ্ছি। বহু মানুষ উৎসাহ দিচ্ছেন। এভাবে আমার কাজ চালিয়ে যাব।'

এর আগেও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ ও নানা ধরনের সচেতনতার কর্মসূচি তিনি করেছেন। তার এই উদ্যোগগুলিকে স্বাগত জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

এবার ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও নতুন কার্ডে আধার বাধ্যতামূলক

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : এবার ভোটার তালিকায় নাম তোলা থেকে শুরু করে নতুন ভোটার কার্ড, ঠিকানা পরিবর্তন-সহ যাবতীয় অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে আধার কার্ড যাচাই বাধ্যতামূলক। এমনই নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। এতদিন এসব ক্ষেত্রে আধার ছিল ঐচ্ছিক। এবার সেই নিয়মে বড়সড় বদল ঘটাল কমিশন। এর আগে অনলাইনে ইনিউমারেশন ফর্ম পূরণ করার ক্ষেত্রে আধার নম্বর দেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আধারের সঙ্গে ফোন নম্বর মিললে তবেই অনলাইনে ইনিউমারেশন ফর্ম পুরণ করা যাবে। অর্থাৎ আধার মেলার পর ওটিপি আসলে ফর্ম পূরণ করতে পারছেন ভোটার। ঠিক তেমন ভাবেই এবার নয়া নির্দেশিকা জারি করে কমিশন জানিয়েছে, অনলাইনে নতুন নাম তোলার ক্ষেত্রে ৬ নম্বর ফর্ম, নাম বাদ দেওয়ার জন্য ৭ নম্বর ফর্ম এবং নতুন এপিকের আবেদনের জন্য ৮ নম্বর ফর্ম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আধার সংযোগ ও যাচাই বাধ্যতামূলক।

শারদীয়া দুর্গাপুজো উপলক্ষে ৫০% বিশেষ ছাড়
এবার শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
মাত্র ২৫০/- টাকায়
আপনার প্রিয়জনের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী কিংবা বিশেষ কোনো দিনে তাকে শুভেচ্ছা জানান। নাম, পদবী কিংবা ঠিকানা পরিবর্তন, ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্যের খবর বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিন অনায়াসে।

কাজ হয়নি, কুমুড়শা পঞ্চায়েতে তালা দিয়ে মহিলাদের বিক্ষোভ

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পে গ্রামবাসীদের দাবিমতো কাজ না হওয়ায় পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে দিল গ্রামের মহিলারা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। খবরে প্রকাশ, গ্রামের মহিলারা একজোট হয়ে গোঘাটের কুমুড়শা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের দরজায় তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। সোমবার পঞ্চায়েত অফিস খোলার পরেই ধুলেপুর গ্রামের একদল মহিলা সেখানে বিক্ষোভ শুরু করেন। তারপরই তাঁরা অফিসের গেটে তালা মেরে দেন। বিকেল পর্যন্ত একটানা বিক্ষোভ চলে। এ নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বন্ধ থাকে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম। কুমুড়শা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে অবশ্য জানিয়েছেন, 'চলতি আর্থিক বছরে ধুলেপুর গ্রামে সেরকম কোনও কাজ হয়নি, এটা ঠিকই, তবে আগামী বছর ওখানে উন্নয়নের কাজ হবে।' তাঁর ব্যাখ্যা, 'একসঙ্গে অনেক প্রকল্প জমা পড়ে যায়। কিন্তু পঞ্চায়েতের হাতে অত অর্থ নেই। তাই আমাদের ধাপে ধাপে কাজ করতে হচ্ছে।'

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, আমাদের পাড়া প্রকল্পে গ্রামের একটি বড় পুকুর ঘাট বাঁধিয়ে দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে অন্য কাজ করানো হয়। এরই প্রতিবাদে গ্রামের মহিলারা পঞ্চায়েতের দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

পুরশুড়ায় গ্রেফতার ভুয়ো এনজিওর পাঁচ মহিলাকে জিজ্ঞাসাদসবাদ

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : এক গৃহবধূকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল ভুয়ো এনজিও সংস্থার পাঁচ কুশিলব। তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ ও পাওয়া গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের পুরশুড়া থানার মসিনান গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, এখানকার রাজকুমার দোলুই নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। তারপর গত শনিবার ভুল বুঝতে পেরে আবার ফিরে আসেন। এরপরেই ৫ সদস্যের এক মহিলার দল বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। তারা নদীয়ার জেলাশাসকের নাম করে তাঁরই নির্দেশে সরকার অনুমোদিত এনজিও 'আশার দিশা' নমে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে কাজ করছে বলে জানায়। প্রথমত তারা কার্তিক দোলুই এর স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে যেতে চায়। তিনি রাজি না হলে মহিলারা তাকে ব্ল্যাকমেল করে। জেলাশাসকের নাম করে ভয় দেখায়। শেষে ২৫ হাজার টাকায় রফা করার পরামর্শ দেয়। কার্তিক তাদের হাতে দু হাজার টাকা তুলেও দেন। এরপর পুড়শুড়া পুলিশের নজরে বিষয়টি আসে। তারা খোঁজ নিয়ে জানেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রতারণার এবং সংস্থাটিও ভুয়ো। তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'এটা পুরোপুরি প্রতারণার ঘটনা। মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পারেনি। পুলিশের নজরে আসায় খোঁজখবর নিয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে এই সংস্থাটি ভুয়ো। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

ফসলের ক্ষয়ক্ষতির যাচাই ও সারের কালোবাজারি রুখতে সতর্কতা

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য জুড়ে কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির যাচাই ও সেইসঙ্গে সারের কালোবাজারি রুখতে সতর্ক থাকতে বলা হল। প্রসঙ্গত , প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি যাচাইয়ের কাজ চলছে। বাংলা শস্যবিমার অধীন ফসলের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেয় রাজ্য। এই প্রকল্প নিয়েই সম্প্রতি নবান্নে জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষিসচিব ওঙ্কার সিং মিনা সহ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। এই বৈঠকেই কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষতিপূরণের যাচাইয়ের পাশাপাশি সারের কালোবাজারি রুখতে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এই কাজে কোনও ভাবেই যাতে খামতি না দেখা যায়, সেই ব্যাপারে জেলায় নিযুক্ত কৃষিদপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে রাজ্যের একজন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকও যাতে বঞ্চিত না হন, সে বিষয় সতর্ক করা হয়েছে আধিকারিকদের। খরিফ মরশুমে যৎসামান্য ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর বিষয়টি আগামী সাতদিনের মধ্যে শেষ করারও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে সারের কোনও ঘাটতি না থাকলেও আধিকারিকদের এবিষয়ে এলাকায় এলাকায় ঘুরে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও মতেই পস মেশিনে এন্ট্রি ছাড়া সার বিক্রি হলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। এমনিতেই সারের দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্র। এইমতো অবস্থায় কৃষকদের যাতে সার পেতে কোনও সমস্যা না হয় সে বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে।

ক্যান্সার ও টিউমার শনাক্তকরণে তিন মেডিক্যাল কলেজে নয়া হাইটেক যন্ত্র

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : লক্ষ্য ক্যানসার ও টিউমার শনাক্তকরণ । রাজ্যের তিন মেডিকেল কলেজে ২ কোটি টাকার নয়া হাইটেক যন্ত্র আনা হল । স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে এ খবর জানা গেছে। সূত্রের খবর, প্রথমে শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল। তারপর এন আর এস মেডিকেল কলেজ। এবার আর জি কর মেডিকেল কলেজ। নামী প্রাইভেট হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে যে যন্ত্র অমিল। বক্ষ বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও তরুণ চিকিৎসকরা যে যন্ত্র পাওয়ার জন্য বারবার দরবার করেন। রোগীর চিকিৎসা এবং নিজেদের পঠনপাঠন, উভয় প্রয়োজনেই এই চাহিদা। এবার রাজ্যের তিনটি সরকারি মেডিকেল কলেজেই এসে গিয়েছে সেই অত্যাধুনিক যন্ত্র। বক্ষ (পালমোনারি মেডিসিন) বিভাগে আসা এই হাইটেক যন্ত্রের নাম এন্ডো ব্রঙ্কিয়াল আল্ট্রাসাউন্ড (ই- বাস)। এর বৈশিষ্ট্য হল, ব্রঙ্কোস্কপি মেশিনের সঙ্গে এই যন্ত্রে চালের দানার মতো একটি ছোট্ট প্রোব থাকে। ফুসফুসের শ্বাসনালী এবং তার আশপাশে বহু সময়ই বেশকিছু ছোটো ছোটো টিউমার থাকে, সেগুলি দেখা যায় না। রক্তের এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারাস এই টিউমারগুলিকে শুরুতেই চিহ্নিত করতে ই-বাস নামক এই যন্ত্রটি অত্যন্ত কার্যকর। জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে যক্ষ্মা শনাক্তকরণে এবং লসিকা গ্রন্থির বিভিন্ন রোগ নির্ণয়েও এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বায়োপসির জন্য মাংসপিণ্ড এবং রস সংগ্রহের কাজও এই যন্ত্রের মাধ্যমে করা সম্ভব। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে আরও জানা গেছে , এই যন্ত্রের প্রতিটির দাম প্রায় ২ কোটি টাকা! তবে ক্যান্সার ও টিউমার শনাক্তকরণে এই হাইটেক যন্ত্র উল্লেখযোগ্য কাজ করবে বলে আশাবাদী চিকিৎসকরা।

ধান কেনায় গতি বৃদ্ধির নির্দেশ খাদ্যমন্ত্রীর

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : আমন ধান কাটার পরই চাষিদের মধ্যে সরকারের কাছে বিক্রির জন্য তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ রবি মরশুমে চাষের খরচ যোগাতেই এই তৎপরতা। এদিকে চাষিদের কথা ভেবে ধান কেনায় গতি বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষ । সম্প্রতি খাদ্য ভবন থেকে এ বিষয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে এক ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠকে বসেন। সেখানেই চাষিদের সঙ্গে ধান কেনায় গতি বৃদ্ধির তিনি নির্দেশ দেন।গত নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে চাষিদের কাছ থেকে ধানক্রয় শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনেকটাই বেড়ে যাবে। ২০২৫-২৬ খরিফ মরশুমে সর্বমোট ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ৬৭ লক্ষ টন। জেলাশাসকদের এই তথ্য জানিয়ে ক্রয়ের পরিমাণ এখন থেকেই বৃদ্ধির উপর বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ২ লক্ষ ২৭ হাজার টন ধান কেনা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে সর্বাধিক ৪২ হাজার টন ধান কিনেছে সরকার। তুলনায় পিছিয়ে ধান উৎপাদনে অগ্রণী জেলা পূর্ব বর্ধমান। ক্রয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অনেকে মনে করছেন, চাষিদের থেকে একদফায় ধান কেনার পরিমাণ এবার ১৫ কুইন্টালে বেঁধে রাখার জন্য গতি কিছুটা মন্থর আছে। গতবছর এটা ৩০ কুইন্টাল ছিল। গতবছর নভেম্বরে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে ধান কেনা হয়েছিল। ফড়েদের দূরে সরিয়ে প্রকৃত ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার উপর জোর দিয়েছে সরকার। এই কারণে প্রতিদফায় ধান কেনার পরিমাণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে বলে খাদ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। একজন চাষি অবশ্য আগের মতো গোটা মরশুমে মোট ৯০ কুইন্টাল ধান সরকারের কাছে বেচতে পারবেন। তবে চাষির জমির পরিমাণ এবং সেখানে কত ধান উৎপাদন হতে পারে সেটা খতিয়ে দেখে নেওয়া হবে। ফড়েদের আটকাতেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে খাদ্যদপ্তর। ধান কেনার সঙ্গে সঙ্গেই মিলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধান পাওয়ার ১৫ দিন পর থেকে সরকারের কাছে চাল সরবরাহ করার কথা। তবে রাইস মিলেই ওই চালের সঙ্গে এফআরকে (ফর্টিফায়েড রাইস কারনেল) মিশিয়ে পুষ্টিকর চাল উৎপাদন করতে হবে।

সেকেন্দারপুর স্কুলে ক্ষীরোদাপ্রসাদের প্রয়াণ দিবস

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: খানাকুলের শতাব্দী প্রাচীন সেকেন্দারপুর রায় কে পি পালবাহাদুর হাই (উচ্চ মাধ্যমিক) স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রায়বাহাদুর ক্ষীরোদাপ্রসাদ পালের প্রয়াণ দিবস পালন উপলক্ষে আগামী পাঁচ ডিসেম্বর সারাদিনব্যাপী একটি বর্ণময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রক্তদান শিবির, থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয়, রক্ত পরীক্ষা ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের পাশাপাশি থাকবে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সহ এলাকার শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

পুলিশি তৎপরতায় নির্ঘাত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল শিশু

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৫ নভেম্বর আরামবাগের গোঘাটের চাতরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র কার্তিককে সাপে কামড়েছিল। খেলাধুলো করে বাড়ি ফিরে আসার পর প্রথমত সে কাউকে বলেনি, বোঝা যায়নি প্রথমটায়। তারপর তার শারীরিক অসুবিধা শুরু হলে জানাজানি হয়। তারা খবর দেয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে। তিনি খবর দেন শিক্ষা বন্ধু তাপস বসুকে। তাঁরা কার্তিককে আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং আরামবাগের আইসি রাকেশ সিং ও এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীকে বিষয়টি জানানো হয়। ইতিমধ্যে কার্তিকের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাওয়ায় উন্নততর চিকিৎসার জন্য কলকাতা পাঠানোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাতে সময় খুব কম ছিল। এই পরিস্থিতিতে এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামনাশিস সেনের সহযোগিতা চান। তিনি গ্রীন করিডর করে খুব দ্রুত কার্তিককে কলকাতায় পৌঁছানোর এবং তার চিকিৎসা ব্যবস্থা করেন। উন্নত চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে কার্তিক। তার বাবা রমেশ পোড়ে আপ্লুত কণ্ঠে জানিয়েছেন, 'এসডিপিও স্যারের সহযোগিতার কথা ভুলবার নয়। তাঁর জন্যই আমার ছেলে মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে এলো।' পুলিশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এলাকার মানুষজন। সুপ্রভাত চক্রবর্তী অবশ্য জানিয়েছেন, 'এটা আমাদের কর্তব্য, তার বেশি কিছু নয়। একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা হওয়ায় আমরা সবাই আনন্দিত।'

বিকল্প রামকৃষ্ণ সেতু নির্মাণে সরব আরামবাগ নাগরিক মঞ্চ

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : এবার বিকল্প রামকৃষ্ণ সেতু নির্মাণের দাবিতে সরব হল আরামবাগ নাগরিক মঞ্চ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দাবি সম্বলিত এক চিঠিতে নাগরিক মঞ্চের নিবেদন আরামবাগ এবং পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষদের অর্থনীতি রক্ষায় রামকৃষ্ণ সেতুর ভগ্ন দশা থেকে বাঁচতে বিকল্প সেতুর প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, দ্বারকেশ্বর নদের উপর রামকৃষ্ণ সেতু ১৯৬০ সালে নির্মিত হয়। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ১৯৬৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর সেতুটির উদ্বোধন করেন। স্বাভাবিক ভাবেই সেতুটির বর্তমান বয়স ৬০ বছর। এই মূহূর্তে সেতুটির কর্মক্ষমতা ক্ষীণ। যে কোনো সময় বিপর্যয় ঘটতে পারে। ব্রীজের উপর যান চলাচল ও মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। গত ৯ই আগষ্ট রাতে রামকৃষ্ণ সেতুর ফুটপাত এবং গার্ডওয়ালের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ে। তখন থেকে ব্রিজের উপর দিয়ে ভারী যানচলাচল বন্ধ। মাঝে কিছুদিন সমস্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল। ব্রিজের অপরদিক কালীপুর থেকে বিভিন্ন পথে যান চলাচল করছিল। এর ফলে সাধারণ মানুষ ও চাষিদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। আরামবাগে সরকারি মেডিকেল কলেজ হওয়ার ফলে হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে অনেক মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন। তাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এমত অবস্থায় বিভিন্ন স্তরে জোরালো আওয়াজ উঠেছে আরামবাগে রামকৃষ্ণ সেতুর একটি দ্বিতীয় বিকল্প সেতু চাই। আরামবাগ নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রামকৃষ্ণ সেতু তৈরির অনেক পরে নির্মাণ হওয়া সত্বেও হরিণখোলার মণ্ডেশ্বরী ব্রীজের পাশে দ্বিতীয় ব্রীজ তৈরি হয়ে গেল এবং বর্ধমান জেলার দামোদর নদের উপর কৃষক সেতুর পাশে দ্বিতীয় সেতু তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়ে গেছে। আরামবাগকে রেল পেয়েছে, মেডিকেল কলেজ পেয়েছে, আশাকরি রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্প নূতন সেতুর অনুমোদন দেবে সরকার ।

ঠিক রেশন পাচ্ছেন তো? এবার থেকে জেনে নেবে এ আই প্রযুক্তি

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : ঠিক রেশন পাচ্ছেন তো? এবার গ্রাহকদের প্রশ্ন করে জেনে নেবে এআই। গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করার উপর জোর দিচ্ছে মোদি সরকার। রেশন দোকানদারদের ওপর বাড়ানো হচ্ছে আরও নজরদারি। দেশের প্রায় ৮১ কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু গ্রাহক সঠিক মাত্রায়, সঠিক মানের চাল-গম পাচ্ছে কি না, তার ওপর নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। তা কীভাবে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে গ্রাহকদের মোবাইলে ফোন করে প্রতি মাসে জানতে চাওয়া হবে, প্রাপ্য ঠিক মতো পেয়েছেন তো? এ ব্যাপারে 'আশা' (অন্ন সহায়তা হলিস্টিক এআই সলিউশন) নামে বিশেষ ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। আপাতত পাইলট প্রকল্প। ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে গোটা দেশে তা কার্যকর হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে প্রতি মাসে ২০ লক্ষ গরিব রেশন গ্রাহকের কাছে যাবে ফোন। জানতে চাওয়া হবে সঠিক ওজনের খাদ্যশস্য পেয়েছেন? রেশন দোকান টাকা নিয়েছে কি? এর জন্য প্রতি মাসে খরচ হবে পাঁচ লক্ষ টাকা। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব সঞ্জীব চোপড়া। 'অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসুর মন্তব্য, 'কেন্দ্র নজরদারি বাড়াক, ক্ষতি নেই। তবে কোনও গ্রাহক যদি মিথ্যে বলেন তার কী হবে? তাছাড়া কবে কোথায় কোন গ্রাহক কত খাদ্যশস্য পাচ্ছেন, তা এমনিতেই রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগের কারণে অনলাইনে সরকার রিপোর্ট পায়। তাই অহেতুক বছরে ৬০ লক্ষ টাকা খরচের কোনও অর্থ হয় না। তবে কি এই ফাঁকে ঘুরিয়ে মোদি সরকারের প্রকল্পের প্রচারই উদ্দেশ্য?' প্রশ্ন তুলে দিলেন তিনি। গ্রাহকদের রেশনের খোঁজখবরের পাশাপাশি এফসিআই এবং সেন্ট্রাল ওয়ার হাউসেও ঠিক সময়ে খাদ্যশস্য যাচ্ছে কি না, কত চাল-গম মজুত আছে জানার জন্য 'ভাণ্ডারন-৩৬০' নামে ক্লাউড বেসড ব্যবস্থা শুরু করছে কেন্দ্র। যেখানে গুদাম থেকে গাড়িতে খাদ্যশস্য যাওয়ার পুরো রাস্তা যেমন জিপিএসে নজরদারি হবে, কোথায় কখন কত খাদ্যশস্য পৌঁছল, কত মজুত আছে তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় জানা যাবে ।

সম্পাদক দেবাশিস শেঠ কর্তৃক খামারগোড়ি, হেলান, হুগলি, পিন- ৭১২৪১২ হইতে প্রকাশিত গ্লোবাল প্রিন্টিং গ্রুপ, ৬২৯/৬২৭ সৌলা রোড, ধানদিঘী, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭১২৪০১ হইতে মুদ্রিত।
Editor : Debashis Seth, Khamargon, Helan, Hooghly, 712412 Printing Press : Global Printing Group, 629/627 Soula road, Dhandighi, East Medinipur, West Bengal, 712401 **WBBEN/25/A0269**